গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

এগিয়ে চলার ১৮০ দিন

নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের প্রথম ধাপ

“ বাংলাদেশের প্রতিটি প্রান্তকে টেকসই, নিরাপদ ও মানসম্মত মহাসড়ক টেকসই, নিরাপদ ও মানসম্মত মহাসড়ক নেটওয়ার্ক এবং সমন্বিত আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থার আওতায় আনাই আমাদের লক্ষ্য ”

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের আলোকে একটি নিরাপদ, আধুনিক, জনবান্ধব ও টেকসই সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম ১৮০ দিনের অগ্রাধিকারমূলক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং এ খাতের দৃশ্যমান অগ্রগতির একটি প্রামাণ্য দলিল হিসেবে এই বুকলেটটি প্রকাশ করা হলো।

সরকারের প্রথম ১৮০ দিনে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি পরিবহন ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা, জবাবদিহিতা ও প্রযুক্তি ব্যবহারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ সময়ে সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে দুর্ঘটনাপ্রবণ স্থান সংস্কারের উদ্যোগ, জরুরি সেবায় অ্যাম্বুলেন্স ও মোটরসাইকেল সরবরাহ, ইটিসি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ এবং নারীদের জন্য ‘পিঙ্ক বাস’ ও মেট্রোরেলে বিশেষ ভাড়া ছাড়সহ বহুবিধ জনকল্যাণমূলক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। নিরাপত্তা বাড়াতে গণপরিবহনে জিপিএসসহ বিআরটিসির বাস ও দূরপাল্লার ট্রাকে ভিটিএস ট্র্যাকিং স্থাপন করা হয়েছে এবং ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনে চালকদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতে ড্রাইভিং লাইসেন্সের পয়েন্ট কর্তন ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা ও টেকসই যোগাযোগের স্বার্থে সড়ক-মহাসড়ক ও রোড মিডিয়ানে বৃক্ষরোপণ, দূরপাল্লার ট্রাক চালকদের সুরক্ষায় বিশ্রামাগার স্থাপন এবং পরিবেশবান্ধব ইলেকট্রিক বাস ক্রয়ের উদ্যোগ এ অগ্রযাত্রায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

স্বল্পমেয়াদি এসব তাৎক্ষণিক অর্জনের পাশাপাশি বৃহত্তর ঢাকার হালনাগাদ কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনা, জাতীয় সমন্বিত বহুমাধ্যম ভিত্তিক পরিবহন চাহিদা মডেল প্রণয়ন, জাতীয় এক্সপ্রেসওয়ে গ্রিডের করিডোর চূড়ান্তকরণ এবং এমআরটি নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের মতো দীর্ঘমেয়াদি মহাপরিকল্পনার মজবুত ভিত রচিত হয়েছে। বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়নে ভূমি অধিগ্রহণ ত্বরান্বিত করা এবং আন্তঃসংস্থা সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা নিশ্চিত করতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এই প্রকাশনাটি একটি নিরাপদ, সুশৃঙ্খল ও পরিবেশবান্ধব যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জাতীয় অঙ্গীকার বাস্তবায়নে আমাদের দায়বদ্ধতাকে আরও সুদৃঢ় করবে।

সওজ | বিআরটিএ | বিআরটিসি | ডিএমটিসিএল | বিআরটি | ডিটিসিএ

নারীর নিরাপত্তা, নিশ্চিন্ত যাত্রা

নারীদের সার্বক্ষণিক নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় যাতায়াত নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) বিশেষায়িত পরিবহন সেবা ‘পিংক বাস’ চালু করেছে। নারী চালক ও নারী সহকারী দ্বারা পরিচালিত ১৪টি বিশেষ বাস প্রাথমিকভাবে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও বগুড়ার ১৩টি রুটে নিয়মিত চলাচল করছে।

নারী যাত্রীদের নিরাপদ যাতায়াতের পরিধি আরও বিস্তৃত করতে বিআরটিসি নারীদের জন্য ডিসেম্বর ২০২৬ এর মধ্যে ৫০টি এবং জুন ২০২৭ এর মধ্যে আরও ৫০টি সহ মোট ১০০টি অত্যাধুনিক পরিবেশবান্ধব ইলেকট্রিক বাস (EV) ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

১৪টি বিশেষ বাস

১৩টি নিয়মিত রুট

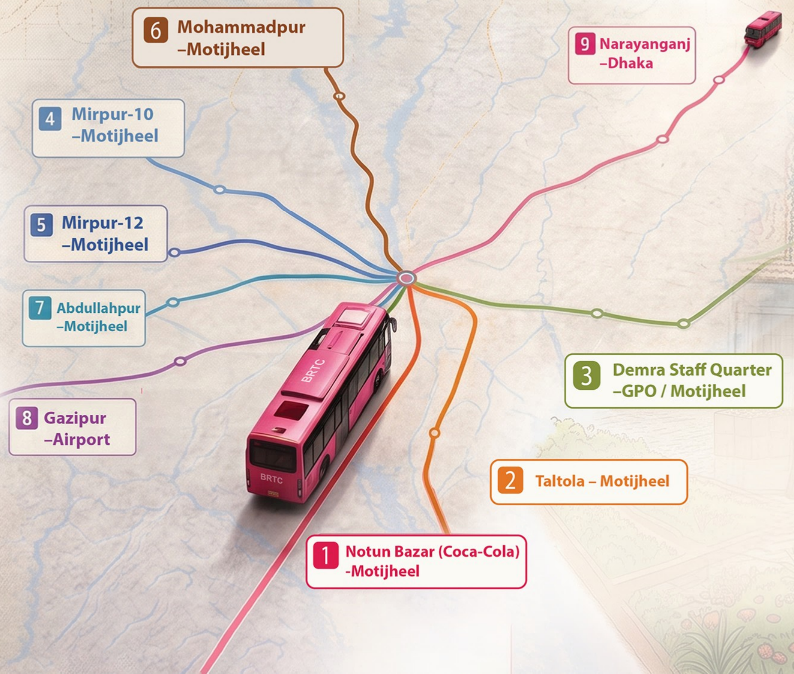

“রাজধানীর মতো ব্যস্ত সড়কে বাস চালানো নিঃসন্দেহে একটি অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং কাজ। কিন্তু প্রতিদিন শত শত কর্মজীবী নারী ও শিক্ষার্থী বোনদের সম্পূর্ণ নিরাপদ, স্বাচ্ছন্দ্যময় ও নির্ভয় পরিবেশে গন্তব্যে পৌঁছে দিতে পারার যে আত্মতৃপ্তি তা এই দায়িত্বের সকল ক্লান্তি ও পরিশ্রমকে সার্থক করে তোলে।”

খাদিজা আক্তার রিমা
পিংক বাস ড্রাইভার

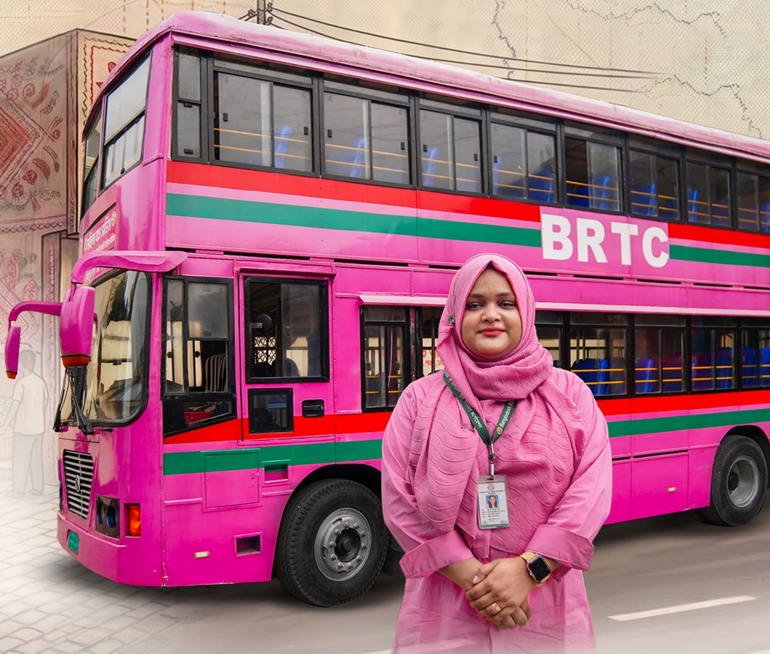

সবুজ পরিবহন করিডোর উন্নয়ন

সড়ক অবকাঠামোকে পরিবেশবান্ধব রূপ দিতে এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় দেশজুড়ে জাতীয়, আঞ্চলিক ও জেলা মহাসড়কের উভয় পাশে, সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তরের মালিকানাধীন স্ট্যাকইয়ার্ড, অফিস প্রাঙ্গণ এবং বিভিন্ন ভবনের সংলগ্ন উন্মুক্ত স্থানে ইতোমধ্যে ৩,৮৭,৬৫৯টি বৃক্ষরোপণ সম্পন্ন হয়েছে।

মহাসড়ক সবুজায়নে আগামী পাঁচ বছরে প্রায় ৩৫ লাখ বৃক্ষরোপণের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ উদ্যোগ একদিকে যেমন কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করবে, অন্যদিকে মহাসড়কসমূহের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে। পরিকল্পিত বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে দেশীয় প্রজাতির বৃক্ষ সংরক্ষণ, সড়কের ঢালে ভূমিক্ষয় রোধ এবং অবকাঠামোগত রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় সাশ্রয় হবে। একইসঙ্গে এটি বায়ু ও শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ, রাতে বিপরীতমুখী গাড়ির তীব্র আলো প্রশমন এবং চালকদের ক্লান্তি দূর করে মহাসড়কে নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় ভ্রমণ নিশ্চিত করবে।

পরিকল্পিত ও টেকসই বৃক্ষরোপণ নিশ্চিতকরণে গৃহীত বিশেষ পদক্ষেপ:

ল্যান্ডস্কেপিং গাইডলাইন: মহাসড়ক করিডোর সবুজায়ন ও নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে একটি ল্যান্ডস্কেপিং গাইডলাইন প্রণয়নের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে।

বৃক্ষরোপণ অ্যাপ (App): বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম মনিটরিং, সঠিক ব্যবস্থাপনা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে একটি মোবাইল অ্যাপ তৈরির কাজও চলমান রয়েছে।

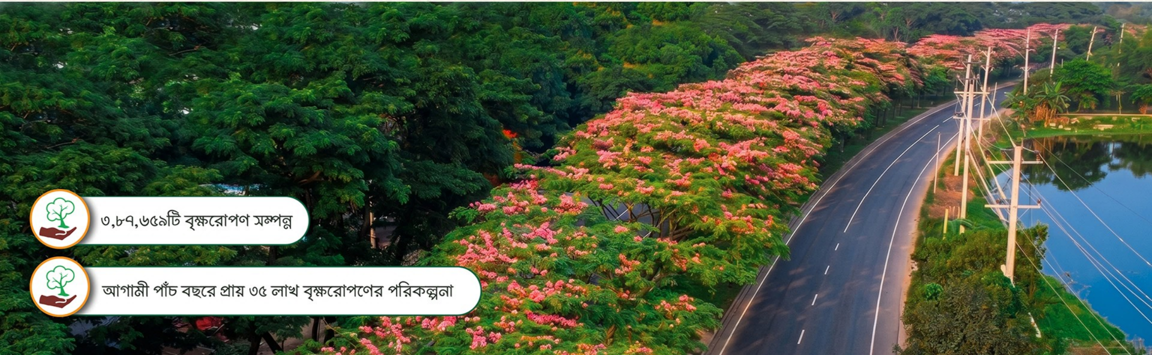

বিদ্যুৎচালিত বাস
নির্মল বাতাসে সুস্বাস্থ্য

- ১৪০০+ টি ইলেকট্রিক বাস ক্রয়
- ১০০টি নারীবান্ধব বাস
- ৫০+ টি বিশেষায়িত চার্জিং স্টেশন

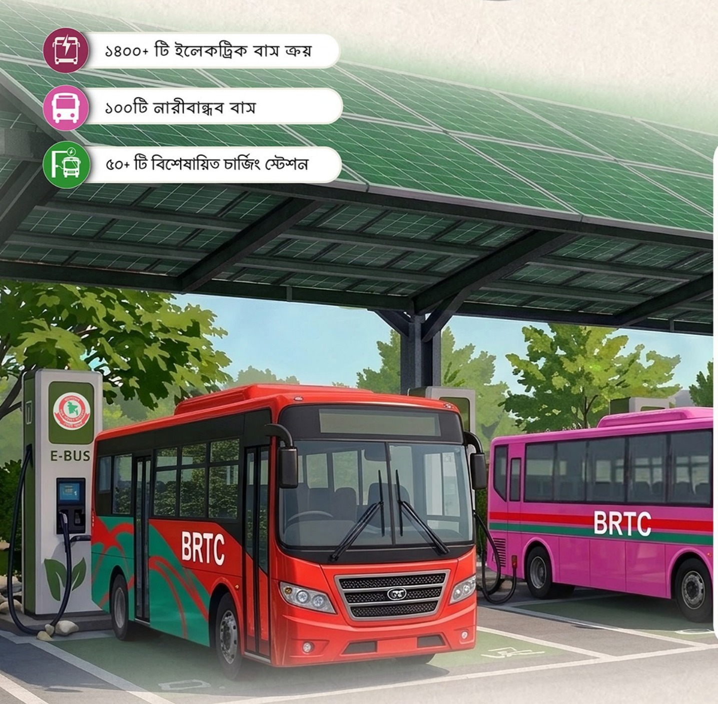

বায়ুদূষণ ও কার্বন নিঃসরণ হ্রাস এবং পরিবেশবান্ধব গণপরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে মোট ১,৪১২টি আধুনিক ইলেকট্রিক বাস (EV) ক্রয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সরকার।

এই উদ্যোগ বাস্তবায়নের প্রথম ধাপে বিআরটিসি'র মাধ্যমে ২০০টি ইলেকট্রিক বাস ক্রয় এবং চার্জিং স্টেশনসহ আনুষঙ্গিক ডিপো অবকাঠামো নির্মাণের কার্যক্রম দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। এর মধ্যে সাধারণ যাত্রীদের জন্য ১০০টি এবং নারী যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যময় যাতায়াত নিশ্চিতে ১০০টি নারীবান্ধব বাস ক্রয় করা হচ্ছে।

পরবর্তী ধাপে ‘বাংলাদেশ ক্লিন এয়ার প্রজেক্ট’ (BCAP)-এর আওতায় ডিটিসিএ কর্তৃক ৪০০টি পরিবেশবান্ধব ইলেকট্রিক বাস সংগ্রহ করা হবে। একই সাথে দক্ষিণ কোরিয়ার ইডিসিএফ ও চীনা অর্থায়নে বিআরটিসি’র বহরে যুক্ত হবে আরও ৮০০টি (৩০০+৫০০) বৈদ্যুতিক এসি বাস এবং স্থাপিত হবে ৫০টি বিশেষায়িত চার্জিং স্টেশন। এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে দেশের গণপরিবহন ব্যবস্থা এক নতুন পরিবেশবান্ধব ও আধুনিক যুগে প্রবেশ করবে।

গণপরিবহনে সামাজিক সুরক্ষা

মেট্রোরেল ভ্রমণে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি এবং ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব জ্যেষ্ঠ নাগরিকদের যাতায়াত আরও সহজ ও সাশ্রয়ী করতে সিঙ্গেল জার্নি টিকিটের (SJT) ভাড়ায় ২৫% ছাড়ের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। জাতীয় পরিচয়পত্র এবং সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রতিবন্ধী পরিচয়পত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে যাত্রীরা বিশেষ নকশা ও রঙের সিঙ্গেল জার্নি টিকিট সংগ্রহ করে এ সুবিধা গ্রহণ করতে পারছেন।

২৫ মে, ২০২৬ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত ২৫% ছাড়ে সুবিধা নেওয়া যাত্রী সংখ্যা:

৮,৮৮৯
বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি

৩৩,৭৮৭
জ্যেষ্ঠ নাগরিক (৬৫+)

৪২,৬৭৬
মোট সুবিধাভোগী যাত্রী

রাইড শেয়ারিং সাইকেল সেবা

মেট্রোরেল যাত্রীদের সুবিধার্থে উত্তরা উত্তর, উত্তরা সেন্টার ও উত্তরা দক্ষিণ স্টেশনের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী রূপায়ন সিটি উত্তরা, রাজউক উত্তরা অ্যাপার্টমেন্ট প্রকল্প এবং মেট্রোরেল ডিপো এলাকার ‘ফার্স্ট অ্যান্ড লাস্ট মাইল কানেক্টিভিটি’ নিশ্চিত করতে চালু করা হচ্ছে আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব রাইড-শেয়ারিং সাইকেল সেবা।

মোবাইল অ্যাপ-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান JoBike-এর মাধ্যমে পরিচালিত এ সেবায় স্মার্টফোনে QR কোড স্ক্যান করে প্রতি মিনিট মাত্র ১ টাকায় অত্যন্ত সাশ্রয়ী ভাড়ায় যাত্রীরা স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াত করতে পারছেন। এই পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ নগর যোগাযোগে স্বল্প দূরত্বের যাতায়াতকে আরও গতিশীল, সুলভ ও দূষণমুক্ত করতে কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

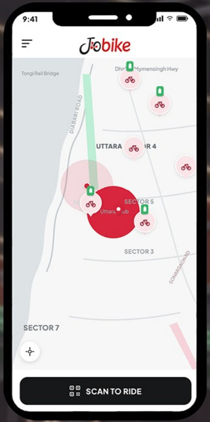

গাড়িচালকদের বিশ্রামাগার চালুকরণ

দূরপাল্লার বাস ও ট্রাক চালকদের ক্লান্তি দূরীকরণ এবং সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসে চারটি জাতীয় মহাসড়কের পাশে নির্মিত হয়েছে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত বিশ্রামাগার। প্রাথমিক পর্যায়ে কুমিল্লা, হবিগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ ও মাগুরা জেলায় নির্ধারিত স্থানে নিরাপদ পার্কিংসহ এ বিশ্রামাগারগুলো স্থাপন করা হয়েছে।

দীর্ঘ যাত্রাপথে চালকদের স্বল্প খরচে বিশ্রাম ও মৌলিক সুবিধার সুযোগ সৃষ্টি করায় একদিকে যেমন চালকদের শারীরিক ক্লান্তিজনিত দুর্ঘটনা হ্রাস পাবে, অন্যদিকে মহাসড়কের যত্রতত্র গাড়ি পার্কিং বন্ধ হওয়ায় যানজট নিরসন ও সুশৃঙ্খল যান চলাচল নিশ্চিত হবে।

ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC): টোল আদায় আধুনিকায়ন

সড়ক ও মহাসড়কে টোল আদায় সহজতর করা এবং টোল প্লাজায় দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে নির্বিঘ্ন যাতায়াত নিশ্চিতে চালু করা হয়েছে আধুনিক 'টোল কালেকশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' (TCMS) সফটওয়্যার। বর্তমানে সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তরের আওতাধীন ১৫টি সেতু ও ২টি মহাসড়কে টোল প্লাজায় স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) পদ্ধতিতে টোল আদায় করা হচ্ছে।

সেবাটিকে সর্বসাধারণের কাছে আরও সহজলভ্য করতে তিনটি এমএফএস (বিকাশ, রকেট, ইউপে), চারটি বাণিজ্যিক ব্যাংক (ডাচ-বাংলা, ইস্টার্ন ব্যাংক, ইউসিবি ও এমটিবি) এবং পেমেন্ট গেটওয়ে 'এসএসএল'-কে এ ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৭০ হাজারের বেশি যানবাহন ইটিসি সেবার আওতায় নিবন্ধিত হয়েছে, যার ফলে টোল প্লাজাগুলোতে সম্পূর্ণ ক্যাশলেস ও দ্রুততম সময়ে যানবাহন চলাচল নিশ্চিত হচ্ছে।

সড়ক নিরাপত্তা সেবা

সড়ক দুর্ঘটনা রোধ ও নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিতকরণে দুর্ঘটনাপ্রবণ স্থানগুলোতে (ব্ল্যাকস্পট) সুনির্দিষ্ট নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের অংশ হিসেবে সাইটভিত্তিক জরিপ ও নকশা প্রণয়ন করা হচ্ছে। চিহ্নিত ২০০টি ঝুঁকিপূর্ণ সাইটের মধ্যে ইতোমধ্যে ১৪২টির জরিপ ও নকশা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

জরুরি চিকিৎসাসেবা ও উদ্ধার তৎপরতা জোরদারে ৬০টি বিএলএস (BLS) অ্যাম্বুলেন্স, ৪০টি মোটরসাইকেল অ্যাম্বুলেন্স এবং ৮০টি পেট্রোল মোটরসাইকেল বহরে যুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে নির্ধারিত তিনটি দুর্ঘটনাপ্রবণ রুটের ৫০০ কিলোমিটার মহাসড়কে প্রতি ১০ কিলোমিটার পরপর সার্বক্ষণিক (২৪/৭) জরুরি অ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রস্তুত থাকবে। কেন্দ্রীয় কল সেন্টারের হটলাইনে যোগাযোগের মাধ্যমে আহতদের দ্রুততম সময়ে চিকিৎসা নিশ্চিত করে অমূল্য প্রাণ রক্ষা করা সম্ভব হবে।

EMERGENCY

16531

IN CASE OF EMERGENCY
DIAL 16531

৬০টি বিএলএস (BLS) অ্যাম্বুলেন্স

৪০টি মোটরসাইকেল অ্যাম্বুলেন্স

৮০টি পেট্রোল মোটরসাইকেল

গণপরিবহনে জিপিএস, ভিটিএস ও আইটিএস

সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে ০২ আগস্ট ২০২৬ তারিখ হতে গণপরিবহনে জিপিএস ট্র্যাকার সংযোজন নিশ্চিত সাপেক্ষে রেজিস্ট্রেশন ও ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান করা হচ্ছে। গণপরিবহনে এই আধুনিক প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে সড়কে যানবাহনের গতিসীমা নিয়ন্ত্রণ, অনুমোদিত রুটে চলাচল নিশ্চিতকরণ এবং যেকোনো দুর্ঘটনাস্থল স্বয়ংক্রিয়ভাবে শনাক্ত করে দ্রুত উদ্ধার অভিযান পরিচালনা সহজতর হয়েছে।

পাশাপাশি, বিআরটিসি'র বহরের সকল বাস ও ট্রাকে ভেহিকেল ট্র্যাকিং সিস্টেম (VTS) সংযোজন করে কেন্দ্রীয় মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে; যা সড়ক-মহাসড়কে ছিনতাই, চুরি ও যেকোনো ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

এছাড়া, জাতীয় মহাসড়ক N-৪ ও N-5 এ Intelligent Transport System (ITS) সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ডিভাইস ও নেটওয়ার্ক স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

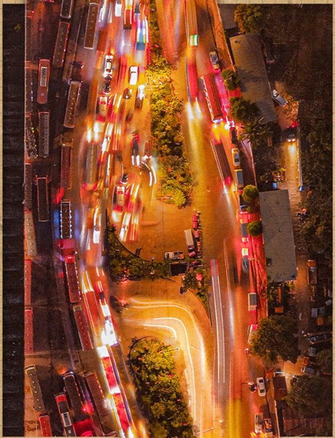

বাস টার্মিনাল স্থানান্তর: যানজটমুক্ত আধুনিক ঢাকা

রাজধানী ঢাকার যানজট নিরসন এবং গণপরিবহন ব্যবস্থায় কার্যকর শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে প্রধান চারটি আন্তঃজেলা বাস টার্মিনালকে নগরীর বাইরে সুবিধাজনক স্থানে স্থানান্তর করা হচ্ছে। এর অংশ হিসেবে গাবতলী বাস টার্মিনাল হেমায়েতপুরে, ফুলবাড়িয়া বাস টার্মিনাল কেরানীগঞ্জে এবং সায়েদাবাদ-যাত্রাবাড়ী টার্মিনাল কাঁচপুরে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে। পাশাপাশি মহাখালী বাস টার্মিনাল পূর্বাচলে স্থানান্তরের কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে।

সায়েদাবাদ-যাত্রাবাড়ী বাস টার্মিনাল কাঁচপুরে স্থানান্তরের লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও থানাধীন কাঁচপুর মৌজায় সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তরের মালিকানাধীন ভূমি ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (ডিএসসিসি)-এর অনুকূলে হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে স্থানীয় সরকার বিভাগকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

৩৬২টি ড্রাইভিং লাইসেন্সের বিপরীতে সর্বমোট ৪৪১ পয়েন্ট কর্তন

‘মোটরযান স্ক্র্যাপ ও রিসাইক্লিং নীতিমালা, ২০২৬’ অনুসারে ২৭টি মোটরযান স্ক্র্যাপ

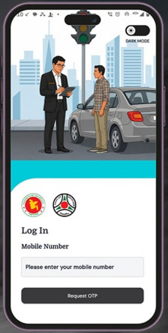

সড়কে শৃঙ্খলা বৃদ্ধি

ড্রাইভিং লাইসেন্সের পয়েন্ট কর্তন

সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮-এর কঠোর প্রয়োগ এবং নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে আইন লঙ্ঘনকারী চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স হতে পয়েন্ট কর্তন ব্যবস্থার পাইলটিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ঢাকা মহানগরীতে বিশেষ মোবাইল অ্যাপ 'Road Safety Penalty System' এর মাধ্যমে পরিচালিত এ কার্যক্রমে ১ মে ২০২৬ থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত ৩৬২টি ড্রাইভিং লাইসেন্সের বিপরীতে মোট ৪৪১ পয়েন্ট কর্তন করা হয়েছে।

ফিটনেসবিহীন ঝুঁকিপূর্ণ যানবাহন স্ক্র্যাপিং

সড়কে ফিটনেসবিহীন ও মেয়াদোত্তীর্ণ ঝুঁকিপূর্ণ যানবাহন চলাচল স্থায়ীভাবে বন্ধ করতে 'মোটরযান স্ক্র্যাপ ও রিসাইক্লিং নীতিমালা, ২০২৬' অনুসারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। অর্থনৈতিক আয়ুষ্কাল শেষ হওয়ার পরও রাস্তা থেকে সরিয়ে না নেওয়ায় ইতোমধ্যে বিআরটিএ'র নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় জব্দকৃত ২৭টি মোটরযান স্ক্র্যাপ করা হয়েছে। এছাড়া, মাঠপর্যায়ে এ নীতিমালা বাস্তবায়নের বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাগুলো নিরসন এবং এটিকে অধিকতর গতিশীল ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হচ্ছে।

URSTP, বাস রুট রেশনালাইজেশন ও র‍্যাপিড পাস

বৃহত্তর ঢাকার গণপরিবহন ব্যবস্থাকে দীর্ঘমেয়াদে সুপরিকল্পিত ও আধুনিক রূপ দিতে ২০ বছর মেয়াদি (২০২৬-২০৪৫) Updated Revised Strategic Transport Plan (URSTP), হালনাগাদকৃত 'নগর পরিবহন নীতি' এবং নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর পরিবহন মাস্টার প্ল্যানের প্রস্তুতকৃত খসড়া অনুমোদনের চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

রাজধানীর বাস পরিবহন ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে এবং যাত্রীবান্ধব সেবা নিশ্চিতে ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক বাস পরিচালনা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এর অংশ হিসেবে ওভারল্যাপিং পরিহার করে **৩২টি সুনির্দিষ্ট রুটের 'বাস রুট রেশনালাইজেশন প্ল্যান'** প্রণয়ন করা হয়েছে। পাশাপাশি মেট্রোরেল, বাস, ট্রেন, নৌযান এবং সড়ক ও সেতুর টোল আদায়ে একক টিকিট সুবিধা নিশ্চিত করতে **'র‍্যাপিড পাস'**-এর পরিধি সম্প্রসারণের মাধ্যমে **একীভূত ডিজিটাল টিকিটিং ব্যবস্থা** চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

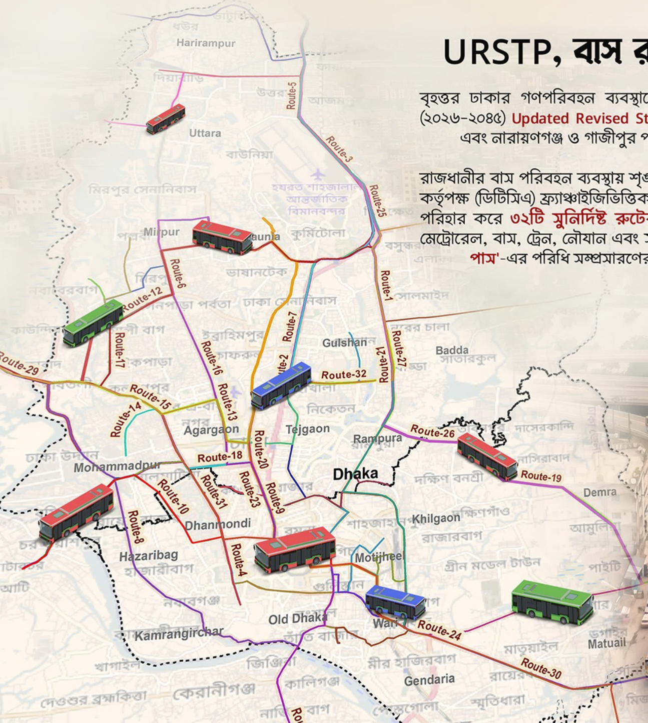

মনোরেলের উদ্যোগ এবং মেট্রোরেলের নতুন রুট

রাজধানীর ঘনবসতিপূর্ণ এবং তুলনামূলক সরু সড়কবিশিষ্ট এলাকাগুলোতে আধুনিক গণপরিবহন সুবিধা পৌঁছে দিতে বর্তমান সরকার মনোরেল চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রধান প্রধান মেট্রোরেল করিডোরের সঙ্গে অভ্যন্তরীণ এলাকার কার্যকর সংযোগ ও পরিপূরক যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ৫টি মনোরেল রুটের সমন্বিত নেটওয়ার্ক প্রস্তাব করা হয়েছে।

১ মনোরেল-১
বিমানবন্দর → পূর্বাচল → জলসিঁড়ি → বসুন্ধরা

২ মনোরেল-২
মধ্য বাড্ডা → ভুলতা

৩ মনোরেল-৩
রামপুরা → ডেমরা

৪ মনোরেল-৪
মোহাম্মদপুর → পোস্তগোলা

৫ মনোরেল-৫
বিমানবন্দর → উত্তরা সেন্টার → সাভার

ভবিষ্যতের ঢাকাকে যানজটমুক্ত ও আধুনিক মহানগরী হিসেবে গড়ে তুলতে বর্তমানে চালু থাকা এমআরটি লাইন-৬-এর পাশাপাশি খসড়া URSTP এর আলোকে আরও ৮টি মেট্রোরেলের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ উদ্যোগ দ্রুত বাস্তবায়নে এমআরটি লাইন-১, এমআরটি লাইন-৫ (নর্দান রুট) এবং এমআরটি লাইন-৫ (সাউদার্ন রুট) একনেকে অনুমোদিত হয়েছে এবং ক্রয় প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

১ এমআরটি লাইন-১
বিমানবন্দর ও পূর্বাচল → কমলাপুর

২ এমআরটি লাইন-২
গাবতলী → পুরান ঢাকা → ডেমরা

৩ এমআরটি লাইন-৩
কোনাখোলা → কুড়িল

৪ এমআরটি লাইন-৪
কমলাপুর → যাত্রাবাড়ী → মদনপুর

৫ এমআরটি লাইন-৫ (নর্থ)
হেমায়েতপুর → গাবতলী → ভাটারা

৫ এমআরটি লাইন-৫ (সাউথ)
গাবতলী → দাশেরকান্দি

৬ এমআরটি লাইন-৬
উত্তরা উত্তর → কমলাপুর

৭ এমআরটি লাইন-৭
গাজীপুর → বসুন্ধরা → নারায়ণগঞ্জ (চাষাড়া)

৮ এমআরটি লাইন-৮
নিমতলী → বিজয় সরণি → গুলশান-২

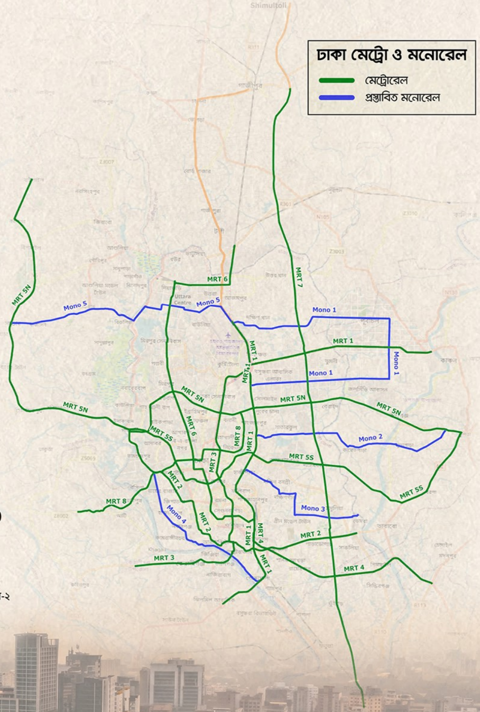

১২১৫ কিমি

প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত গ্রিড

প্রায় ৪৮ কিমি

ভোগড়া (গাজীপুর) থেকে মদনপুর (নারায়ণগঞ্জ)

২২.৩০ %

হালনাগাদ অগ্রগতি
জানুয়ারি ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৬

প্রায় ১৯০ কিমি

চার লেনে উন্নীত করা হচ্ছে

মহাসড়কে অগ্রাধিকার প্রকল্প

জাতীয় এক্সপ্রেসওয়ে গ্রিড

সারাদেশে উচ্চগতির নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে ১,২১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ 'জাতীয় এক্সপ্রেসওয়ে গ্রিড' চিহ্নিত করা হয়েছে। এ গ্রিড বাস্তবায়িত হলে দেশের প্রধান প্রধান সমুদ্রবন্দর, স্থলবন্দর ও অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোর মধ্যে দ্রুতগতির পণ্য ও যাত্রী পরিবহন নিশ্চিতের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে নতুন গতির সঞ্চার হবে।

ঢাকা বাইপাস: রাজধানীকে এড়িয়ে নিরবচ্ছিন্ন জাতীয় যোগাযোগ

রাজধানী ঢাকার যানজট ও দূরপাল্লার যানবাহনের চাপ কমাতে পিপিপি পদ্ধতিতে গাজীপুরের ভোগড়া থেকে নারায়ণগঞ্জের মদনপুর পর্যন্ত প্রায় ৪৮ কিমি দীর্ঘ 'ঢাকা বাইপাস' সড়ককে ৪-লেন এক্সেস-কন্ট্রোলড এক্সপ্রেসওয়েতে (২-লেন সার্ভিস রোডসহ) রূপান্তর করা হচ্ছে। এটি দেশের চারটি প্রধান জাতীয় মহাসড়ক N-1, N-2, N-3 ও N-4-কে সরাসরি সংযুক্ত করবে, যার মধ্যে মোগড়াখাল-পূর্বাচল অংশের ১৮ কিমিতে ইতোমধ্যে টোল দিয়ে যান চলাচল শুরু হয়েছে। প্রকল্পটি পূর্ণাঙ্গ চালু হলে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের চট্টগ্রাম ও সিলেটমুখী পণ্যবাহী ও ভারী যানবাহনকে আর ঢাকা শহরে প্রবেশ করতে হবে না।

সাসেক ঢাকা-সিলেট করিডোর সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

'সাসেক ঢাকা-সিলেট করিডোর সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প'-এর মাধ্যমে ঢাকা (কাঁচপুর) থেকে সিলেট পর্যন্ত বিদ্যমান ২-লেন বিশিষ্ট মহাসড়কটিকে উভয়পাশে পৃথক সার্ভিস লেনসহ ৬-লেনে উন্নীত করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় মোট ২০৯.৩২৮ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের মহাসড়ক নির্মাণে বাজেট নির্ধারণ করা হয়েছে ১৬,৯১৮.৫৯ কোটি টাকা। বর্তমানে জানুয়ারি ২০২১ থেকে ডিসেম্বর ২০২৬ মেয়াদের এ প্রকল্পটির সামগ্রিক কাজের হালনাগাদ অগ্রগতি দাঁড়িয়েছে ২২.৩০%-এ।

উত্তরের মহাসড়ক

উত্তরাঞ্চলের সাথে রাজধানী ও অন্যান্য অঞ্চলের দ্রুত ও নিরাপদ যোগাযোগে 'সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-২'-এর আওতায় "উত্তরের মহাসড়ক" নামেও পরিচিত এলেঙ্গা-হাটিকুমরুল-রংপুর করিডোরের প্রায় ১৯০ কিমি সড়ক চার লেনে (উভয়পাশে ধীরগতির যানবাহনের পৃথক লেনসহ) উন্নীত করা হচ্ছে, যার অন্যতম মূল অবকাঠামো হাটিকুমরুল ইন্টারচেঞ্জ। এটি ১০টি স্থলবন্দর, ৪টি নদীবন্দর ও ৪টি বিমানবন্দরের সংযোগ সুগম করে ভ্রমণের সময় কমাবে এবং এশিয়ান হাইওয়ের অংশ হিসেবে জাতীয় ও আঞ্চলিক বাণিজ্যে গতি আনবে।

সীমান্ত সড়ক

তিন পার্বত্য জেলা-রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানজুড়ে ১,০৩৬ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের 'সীমান্ত সড়ক নির্মাণ প্রকল্প' গ্রহণ করা হয়েছে। সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তা জোরদার এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি ৩টি পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পগুলোর মোট প্রাক্কলিত বাজেট আনুমানিক ৮,৩৫৬.৮১ কোটি টাকা। এর মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ৩১৭ কিমি সড়ক নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমান সরকার দ্বিতীয় পর্যায়ে ৩৮৬ কিমি নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করে যা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

ঢাকা-চট্টগ্রাম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে

দেশের প্রধান অর্থনৈতিক লাইফলাইন ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের (N-1) ক্রমবর্ধমান যানবাহনের চাপ সামলাতে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর ২৩২.৭৬ কিমি দীর্ঘ করিডোরটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে রূপান্তরের সমন্বিত পরিকল্পনা নিয়েছে। যানজট নিরসন ও নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ নিশ্চিত করতে উপরে দ্রুতগতির এলিভেটেড মূল সড়ক এবং নিচের অংশে পৃথক স্থানীয় ও বাস লেনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য বন্দর ও অর্থনৈতিক অঞ্চলের সঙ্গে পণ্য পরিবহন ব্যবস্থা দ্রুত ও নির্ভরযোগ্য করে করিডোরটিকে একটি আধুনিক বাণিজ্য করিডোরে রূপান্তর করা।

ভোলা মহাসড়ক

দ্বীপ জেলা ভোলাকে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করতে, রহমতপুর-বাবুগঞ্জ-মুলাদী-হিজলা-মেহেন্দিগঞ্জ হয়ে ইলিশা পর্যন্ত প্রায় ৫,৫৬৫.৮২ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি মহাসড়ক করিডোর নির্মাণের প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। এর আওতায় মোট ৫২.৯ কিমি সড়ক (১৬.৯ কিমি নতুন ও ৩৬ কিমি প্রশস্তকরণ), ৩টি প্রধান সেতুসহ ১৫টি গার্ডার সেতু, ৭০টি কালভার্ট ও ৮ কিমি নদীশাসন কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ প্রকল্প ভোলার গ্যাস ও কৃষিসম্পদের যথাযথ ব্যবহার, দক্ষিণাঞ্চলের শিল্পায়ন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনবে।

১,০৩৬ কিমি
'সীমান্ত সড়ক নির্মাণ প্রকল্প' গ্রহণ

২৩২.৭৬ কিমি
জাতীয় মহাসড়ক N-1-এর সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা

৫২.৯ কিমি সড়ক
১৬.৯ কিমি নতুন ও ৩৬ কিমি প্রশস্তকরণ

ঢাকার বৃত্তাকার সড়ক

রাজধানীর যানজট নিরসনে সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা

রাজধানীর কেন্দ্রমুখী যানজট কমাতে এবং শহরের মূল অংশে প্রবেশ না করেই এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চলাচলের জন্য URSTP-এর আওতায় তিন স্তরের বৃত্তাকার সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হচ্ছে:

ইনার সার্কুলার রোড (৮৮.৮০ কিমি): বিদ্যমান প্রায় ৫৩ কিমি সড়ক সংস্কারসহ ধউর-গাবতলী, গাবতলী-রায়েরবাজার, সোয়ারীঘাট-চুনকুটিয়া এবং পোস্তগোলা-চাষাড়া অংশকে সার্ভিস লেনযুক্ত আধুনিক রিং রোডে রূপান্তরের পরিকল্পনা রয়েছে।

মিডল সার্কুলার রোড (১৩২.৮ কিলোমিটার): হেমায়েতপুর-কালাকান্দি-৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু-মদনপুর-ভুলতা-কোড্ডা-বাইপাইল হয়ে পুনরায় হেমায়েতপুর পর্যন্ত বিস্তৃত যোগাযোগ বলয়।

আউটার সার্কুলার রোড (প্রায় ১৭৮ কিলোমিটার): আউটার সার্কুলার রোড এর সম্ভাব্যতা যাচাই ডিটিসিএ কর্তৃক সম্পন্ন হয়েছে। আউটার সার্কুলার রোডটি মাস্টারবাড়ি-চন্দনা-ধামরাই-সিঙ্গাইর-হাসারা থেকে কালাগাছিয়া-সোনারগা-মাধবদী-ঘোড়াশাল হয়ে পুনরায় মাস্টারবাড়িতে আসবে।

এই সড়কসমূহ নির্মিত হলে আন্তঃনগর ও পণ্যবাহী যান ঢাকার কেন্দ্রে প্রবেশ না করেই বাইপাস দিয়ে গন্তব্যে পৌঁছাবে; ফলে নগরীর অভ্যন্তরীণ চাপ কমবে এবং সড়ক নেটওয়ার্ক আরও বিকেন্দ্রীভূত, ভারসাম্যপূর্ণ ও গতিশীল হবে।

৮৮.৮০ কিমি	১৩২.৮ কিমি	১৭৮ কিমি
ইনার সার্কুলার রোড	মিডল সার্কুলার রোড	আউটার সার্কুলার রোড

সড়ক সংযোগে নতুন সেতু

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর সেতু নির্মাণে দক্ষতা, সক্ষমতা ও উন্নয়ন অগ্রযাত্রার শক্তিশালী সাক্ষ্য বহন করে চলেছে৷ চলতি বছরে উদ্বোধন হয়েছে বা উদ্বোধনের পথে রয়েছে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু–বগুড়ার করতোয়া নদীর ওপর ৬৮ মিটার দীর্ঘ দৃষ্টিনন্দন ফতেহ আলী সেতু, নড়াইল-কালিয়া সড়কে নবগঙ্গা নদীর ওপর ৬৫২ মিটার দীর্ঘ কালিয়া সেতু, বরিশালের রাঙামাটি নদীর ওপর ২৮৩ মিটার দীর্ঘ গোমা সেতু এবং ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের সঙ্গে জিনজিরা-কেরানীগঞ্জ-দোহার সড়কের সংযোগকারী ইছামতি, ধলেশ্বরী ও মধুমতি নদীর মোহনায় নির্মিত ৯১২ মিটার দীর্ঘ সৈয়দপুর সেতু৷

পাঁচটি জলবায়ু-সহনশীল সেতু: সীমান্ত অঞ্চলে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অতিবৃষ্টি, আকস্মিক বন্যা ও নদীর পানির উচ্চতা বৃদ্ধির ঝুঁকি বিবেচনায় ময়মনসিংহ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক যোগাযোগ সচল রাখতে পাঁচটি জলবায়ু-সহনশীল সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে৷ এর আওতায় মহাদেব, গনেশ্বরী, সোমেশ্বরী-৩, নিতাই ও সোমেশ্বরী-২ সেতু নির্মাণের প্রস্তাব রয়েছে৷

সেতুগুলোর নকশায় ভবিষ্যৎ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিবেচনা করা হয়েছে৷ নির্মাণ সম্পন্ন হলে বর্ষা ও বন্যার সময় সীমান্তবর্তী অঞ্চলের যোগাযোগ আরও নির্ভরযোগ্য হবে, কৃষিপণ্য ও পণ্যবাহী যান চলাচল সহজ হবে এবং সীমান্ত সড়ক, স্থলবন্দর ও পর্যটনকেন্দ্রের সঙ্গে সংযোগ শক্তিশালী হবে৷ উদ্যোগটি দীর্ঘমেয়াদে জলবায়ু-সহনশীল যোগাযোগ অবকাঠামো গড়ে তুলতে সহায়ক হবে৷

ফতেহ আলী সেতু
বগুড়া, করতোয়া নদী
৬৮ মিটার

কালিয়া সেতু
নড়াইল-কালিয়া সড়ক, নবগঙ্গা নদী
৬৫২ মিটার

গোমা সেতু
বরিশাল, রাঙামাটি নদী
২৮৩ মিটার

সৈয়দপুর সেতু
ইছামতি-ধলেশ্বরী-মধুমতি মোহনা
৯১২ মিটার

সমন্বিত বহুমাধ্যমভিত্তিক পরিবহন চাহিদা মডেল

বাংলাদেশের সড়ক, রেল ও নৌপথের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি কার্যকর বহুমাধ্যমভিত্তিক সমন্বিত (multimodal integration) পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিদ্যমান সড়ক, রেল, নৌপরিবহন এবং আকাশপথের মাস্টার প্ল্যান এবং অন্যান্য সংস্থার বিদ্যমান অথবা পরিকল্পনাধীন মাস্টার প্ল্যান এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাসমূহ বিবেচনায় নিয়ে একটি বেসলাইন এসেসমেন্ট এবং কৌশলগত রোডম্যাপ তৈরি করা হয়েছে। সকল পরিবহন মাধ্যমের ট্রাফিক ডাটা এবং নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে 'জাতীয় সমন্বিত বহুমাধ্যমভিত্তিক পরিবহন চাহিদা মডেল' তৈরি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সারাদেশে মোট ৪২টি আধুনিক মাল্টিমোডাল হাব গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে সড়ক, রেল, নৌ ও অন্যান্য পরিবহন ব্যবস্থার মধ্যে কার্যকর আন্তঃসংযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় করিডোরগুলোর টেকসই ও গতিশীল উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।

নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদরদপ্তরে ২১ জুলাই ২০২৬ অনুষ্ঠিত 'জাতিসংঘ বৈশ্বিক সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক'-এর মাল্টি-স্টেকহোল্ডার প্যানেল অধিবেশনে সহ-সভাপতিত্ব করেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী শেখ রবিউল আলম। অধিবেশনে সড়ক নিরাপত্তা জোরদার ও ২০৩০ সালের মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনা অর্ধেকে নামিয়ে আনার বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সমন্বয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

নারীদের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিতকরণে বিআরটিসি "মহিলা বাস সার্ভিস (পিংক বাস)"-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী শেখ রবিউল আলম, এমপি এবং প্রতিমন্ত্রী জনাব হাবিবুর রশিদ, এমপি (১৮ আগস্ট ২০২৬)।

ফার্মগেট মেট্রোরেল স্টেশনে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি এবং ৬৫ বছর বা তদুর্ধ্ব জ্যেষ্ঠ নাগরিকদের একক যাত্রা টিকিটে (SJT) ২৫% ছাড় কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধনকালে এক জ্যেষ্ঠ যাত্রীর হাতে টিকিট হস্তান্তর করছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী শেখ রবিউল আলম, এমপি (২৫ মে ২০২৬)।

বাংলাদেশ রোড সেফটি প্রজেক্টের (BRSP) আওতায় মহাসড়কে জরুরি চিকিৎসাসেবা ও উদ্ধার তৎপরতা জোরদারে ৬০টি বিএলএস অ্যাম্বুলেন্স, ৪০টি মোটরসাইকেল অ্যাম্বুলেন্স ও ৮০টি পেট্রোল মোটরসাইকেল উদ্বোধন করেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী শেখ রবিউল আলম, এমপি এবং প্রতিমন্ত্রী জনাব হাবিবুর রশিদ, এমপি (২৪ আগস্ট ২০২৬)।

সরকারের ১৮০ দিন পূর্তিতে নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়ে
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের একটি প্রকাশনা।

সেপ্টেম্বর, ২০২৬